কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০৯৮.০২.০০৫.২৪.০৯

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪৩০ / ২৩ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয় : জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)-এর ১১১-তম সভার কার্যবিবরনী প্রেরণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৯-০১-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি)-এর ১১১-তম সভার কার্যবিবরণী অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : ১১১-তম সভার কার্যবিবরণী (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও সংশ্লিষ্ট ইমেইলে প্রেরণ করা হলো)।

২৩.০১.২০২৪

মানিক চন্দ্র কর্মকার
সহকারী বীজতত্ত্ববিদ
ফোন: ৫৫১০০৬৮৯
E-mail : ast2@moa.gov.bd

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
২. মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০;
৩. যুগ্মসচিব, গবেষণা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০;
৪. যুগ্মসচিব, (প্রবিধি-১), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়;
৫. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৬. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
৭. সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০;
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭;
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০০;
১২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা-৬৬২০;
১৩. মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা;
১৪. মহাপরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর-৫২০০;
১৬. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৭. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১;
১৮. পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫;
১৯. প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০২;
২০. কৃষিবিদ মুহা: আজহারুল ইসলাম, প্রাক্তন সদস্য পরিচালক (বিএডিসি), ১/বি কাশফুল, ৭/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা;
২১. কৃষিবিদ জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি, বাড়ী নং-১০, সেক্টর-১৩, গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ, উত্তরা, ঢাকা;
২২. জনাব মো: সানোয়ার হোসেন, গ্রাম ও ইউনিয়ন: মহিশমারা, উপজেলা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল, কৃষক প্রতিনিধি-১;
২৩ জনাব মো: বিল্লাল হোসেন, গ্রাম: দক্ষিণ লক্ষীপুর, ব্লক: বাঘারপাড়া পৌরসভা, উপজেলা: বাঘারপাড়া, যশোর, কৃষক প্রতিনিধি-২;
২৪. কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী, সিনিয়র সহসভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি, ঢাকা;
২৫. সভাপতি, বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি;
২৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-১০০০;

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩। সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয় **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);**
৭। অফিস কপি।

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moa.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ১১১-তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ওয়াহিদা আক্তার, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০২৪
সময় : বেলা ০২.০০টা
স্থান : কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য প্রধান বীজতত্ত্ববিদ'কে আহবান জানালে তিনি সভায় আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ১। জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১০-তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ১১০-তম সভা ২২ জুন ২০২৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে ২৮৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যের নিকট পাঠানো হয়। সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি-এর প্রতিনিধি সভায় কতিপয় সংশোধনী উল্লেখ করেন। সংশোধনীটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয় এবং কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১০-তম সভার কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বিষয় ৩ এর আলোচনা অংশে "হরি-ফিলিপাইন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "IRRI, Philippines"; "৫.৮৩ দিন' শব্দসমূহের পরিবর্তে "৫.৮৩ মে.টন/হেক্টর"; "(at 12%)" শব্দসমূহের পরিবর্তে "(at 12% MC)"; "এই ৯টি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে" শব্দসমূহের পরিবর্তে "৪০ টির মধ্যে ৯টি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হবে। এছাড়াও আলোচ্য বিষয় ৪ এর আলোচনা অংশে "জিঙ্ক" শব্দের পরিবর্তে "জিংক"; "(at 12%)" শব্দসমূহের পরিবর্তে "(at 12% MC)"; "এই ৮টি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে" শব্দসমূহের পরিবর্তে "৪০ টির মধ্যে ৯টি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করে কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হলো। (২) পরবর্তী সভাসমূহে হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ৪০টির মধ্যে কতটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেছে তা উল্লেখ করতে হবে।

আলোচ্য বিষয় ২। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

পূর্ববর্তী সভার বিষয়	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি/সিদ্ধান্ত
(আলোচ্য বিষয় : ২.২) 'Seed Without Borders' প্রটোকল এর আওতায় ভারতীয় পাটের জাত 'জেআরও-৫২৪' আমাদের দেশে ছাড়করণ।	ভারত হতে পত্র পাপ্তির পর জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।	**বাস্তবায়নের অগ্রগতি:** 'Seed Without Borders' প্রটোকল এর আওতায় 'জেআরও-৫২৪' আমাদের দেশে ছাড়করণের উদ্দেশ্যে কৃষি সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে ভারতের কৃষি ও কৃষক কল্যান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে প্রজনন বীজ ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চেয়ে পত্র লেখা হয়। ভারত থেকে জানানো হয় জেআরও ৫২৪ পুরনো জাত, এর পরিবর্তে সম্ভাবনাময় নতুন জাত বাংলাদেশে ছাড়করণের প্রস্তাব করা হয়। প্রতিউত্তরে জানানো হয় জেআরও ৫২৪ বাংলাদেশের কৃষকের কাছে খুবই জনপ্রিয়, তাই এ জাতের বীজসহ নতুন সম্ভাবনাময় আরেকটি জাতের প্রজনন বীজ সরবরাহের অনুরোধ জানানো হয়। এ সম্পর্কে বিজেআরআই এর প্রতিনিধি সভায় উল্লেখ করেন যে, বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের নতুন জাত ছাড়করণের জন্য প্রক্রিয়া চলছে এবং বর্তমানে দেশে মোট আবাদকৃত জমির ৩০% জমিতে আমাদের দেশিয় জাতের পাট আবাদ হচ্ছে। তাই পাটের নতুন জাত ভারত থেকে আমদানি না করে দেশে উদ্ভাবিত জাত আবাদে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সভাপতি সভায় বলেন যে, বিজেআরআই-এর নতুন উদ্ভাবিত জাত যথানিয়মে ছাড়করণ হবে পাশাপাশি ভারতীয় পাটের জাতও আমাদের দেশে ছাড়করণ করতে হবে, কৃষক পর্যায়ে যেটি জনপ্রিয় হয় সে জাত

		আমাদের দেশে আবাদ হবে। একক ফসল পাট নিয়ে যেহেতু বিজেআরআই গবেষণা করে সেহেতু ভারতীয় পাটের জাত বিজেআরআই-এর অধীন ছাড়করণ করার জন্য বিজেআরআই-এর প্রতিনিধি সভায় অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, ভারতীয় পাটের জাত জেআরও-৫২৪ আমাদের দেশে ছাড়করণের জন্য অনেক দিন থেকেই বিএডিসি সংশ্লিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধির সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে আসছে। জেআরও-৫২৪ জাতটি ১৯৭৪ সালের পুরনো হওয়ায় ভারতে সরকারিভাবে এই জাতটির প্রজনন বীজ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে কিন্তু চাহিদা থাকায় এ জাতের বীজ ভারতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে বাংলাদেশে সরবরাহ করছে। দেশের স্বার্থে জাতটির ছাড়করণ বিজেআরআই বা বিএডিসি যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে হতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **সিদ্ধান্ত :** ভারতীয় তোষা পাটের জাত জেআরও-৫২৪ এবং জেআরওবিএ-৩ বাংলাদেশে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ছাড়করণের জন্য বিজেআরআই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়া বিএডিসি উক্ত জাতের ছাড়করণ হলে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে বীজ পরিবর্ধন ও ডিলার ও চাষি পর্যায়ে সরবরাহ করবে।

আলোচ্য বিষয় ৩: আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে ঘোষণার বিগত ৩ বছরের ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০০ তম সভায় রপ্তানি উপযোগী, শিল্পে ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলুর জাত নিবন্ধনের স্বার্থে আলু ফসলকে পরীক্ষামূলকভাবে ৩ (তিন) বছরের জন্য অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় আরো সিদ্ধান্ত হয় যে, ৩ (তিন) বছরের বাস্তব ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে ঘোষণার প্রায় ৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ায় ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮ তম সভায় এ বিষয়ে ফলাফল পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য দপ্তর সংস্থার মতামত বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্তে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আলু ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে রেখে অনিয়ন্ত্রিত হিসেবে নিবন্ধিত ৬৮টি আলুর জাত মূল্যায়ন করার জন্য বিএআরসি'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিএআরসি হতে ১টি উপকমিটির গঠন করে আলু ফসলের জাতসমূহের মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়। সভায় উপকমিটির প্রতিনিধি আলু ফসলের প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভায় জানান যে, প্রতিবেদনে বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন) এর যে ফলন দেখানো হয়েছে, মাঠ পর্যায়ে বিএডিসি আরো অধিক ফলন পেয়েছে এবং নতুন জাতে যে সকল নতুন পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাবের কথা বলা হয়েছে তা বিএডিসি'র খামারগুলোতে পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি প্রতিবেদনটি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজির প্রতিনিধি সভায় জানান আলু ৩টি উদ্দেশ্যে অনিয়ন্ত্রিত ঘোষণা করা হয়েছিল-জাত ছাড়করণে দীর্ঘসূত্রিতা কমানো, রপ্তানি উপযোগি জাত নিবন্ধন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে ব্যবহার উপযোগি জাত নিবন্ধন। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রতিবেদনটি সম্পর্কে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভায় জানান আলুকে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণকে গতিশীল করতে আলুকে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ করা হয়নি। তিনি উপকমিটিকে প্রতিবেদনটি পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে ১টি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সুপারিশসহ জাতীয় বীজ বোর্ডে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান এবং এ জন্য আগামী সভা অবধি সময় প্রদানের জন্য বোর্ডের নিকট অনুরোধ করেন। সভাপতি সভায় বলেন যে, আলু উৎপাদনে আমরা উদ্বৃত্ত হওয়ায় আলুর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং রপ্তানিমুখী করতে হবে কিন্তু নতুন আলুর জাত আমদানি করে নতুন রোগ ও পোকামাকড় দেশে প্রবেশের বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) আলু ফসলকে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণকে গতিশীল করতে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে ঘোষনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রতিবেদন এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মাসের মধ্যে সুপারিশ প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো। উপকমিটিকে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করতে হবে। (২) উপকমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন বোর্ডে উপস্থাপনের পর আলুর নতুন জাত নিবন্ধন বা ছাড়করনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্য বিষয় ৪: বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ৮টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ বর্ষে বোরো হাইব্রিড ধানের নতুন জাতের ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে চেক জাত ব্রিধান৮৮ এর চেয়ে ২০% বেশী Standard Heterosis হওয়ায় নিম্নবর্ণিত ৮টি ধানের জাত চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধন প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। যথা :- (১) জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত জায়েন্ট এগ্রো হাইব্রিড ধান৩ (রত্না) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৮.৯৩ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন, জাতটির ডিগ পাতা খাড়া; জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৪টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠ মূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত সিনজেনটা হাইব্রিড ধান১১ (S-1207) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৮.৬৮ মে.টন, জীবনকাল ১৪৫ দিন, চাল চিকন; ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এই ৪টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৩) ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট প্রস্তাবিত ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার হাইব্রিড ধান৯ (ARBH21092) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৯.৭০ মে.টন, জীবনকাল ১৪৭ দিন, চাল মাঝারি মোটা; ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর এই ৪টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৪) ডুপন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত ডুপন্ট হাইব্রিড ধান২ (Pioneer 28P94) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৮.৮৬ মে.টন, জীবনকাল ১৪৫ দিন, চাল লম্বা ও মোটা; চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এই ৪টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৫) এসিআই লিমিটেড প্রস্তাবিত এসিআই হাইব্রিড ধান১৭ (BGH46) জাতটির উৎস বাংলাদেশ। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৯.৩৬ মে.টন, জীবনকাল ১৪৪ দিন, চাল মোটা; চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এই ৪টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৬) এসিআই ফরমুলেশনস লিমিটেড প্রস্তাবিত এসিআই ফরমুলেশন হাইব্রিড ধান৫ (ACI2019) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৯.১৪ মে.টন, জীবনকাল ১৪১ দিন, চাল মোটা; চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল এই ৫টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৭) নাফকো (প্রা:) লিমিটেড প্রস্তাবিত নাফকো হাইব্রিড ধান৩ (CQR-2) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৯.২৮ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন, চাল মোটা; ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে।	(১) বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য প্রস্তাবিত জাতগুলোর এ্যামাইলোজ এর পরিমাণ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে নির্নয় করে এর মান এবং প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। এসব বৈশিষ্ট্যাবলি বিবেচনায় জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় জাত নিবন্ধনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। (২) এছাড়াও প্রস্তাবিত জাতগুলোর নমুনা ধান/চাল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সদস্যদের প্রদর্শনের জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (৩) পরবর্তীতে ধানের জাত নিবন্ধন/ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজ এর পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে যাচাই করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে। এছাড়াও প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা ধান/চাল জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি উপস্থাপন করবে এবং বর্ণিত বিষয়গুলো ধানের জাত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
(৮) ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট লি: প্রস্তাবিত ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার হাইব্রিড ধান১০ (CQR-12) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ৮.৮৩ মে.টন, জীবনকাল ১৪২ দিন, চাল লম্বা ও চিকন; চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর এই ৩টি অঞ্চলের নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। জাতগুলো ছাড়করণের বিষয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি সভায় নতুন প্রস্তাবিত জাতগুলোর এ্যামাইলোজের পরিমাণ জানার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সভায় বলেন বর্তমানে আমাদের ইনব্রেড ধান ৮মে.টন এর অধিক ফলন দেয়, সেক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ফলন আরো অধিক হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জাতগুলো গাইডলাইন অনুসরণ করে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ট্রায়াল বাস্তবায়ন করেছে এবং যথানিয়মে ফলাফল যাচাই করে কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে বিধায় জাতগুলো ছাড়করণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভায় বলেন যে, জাতগুলোর এ্যামাইলোজ এর পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিত জেনে জাতগুলোর বিষয়ে পরবর্তী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নিবন্ধন/ছাড়করণের সংশোধিত গাইডলাইনে উদ্ধৃত থাকবে।

আলোচ্য বিষয় ৫: বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য পুনঃট্রায়ালকৃত ১০টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
২০২২-২৩ রবি মৌসুমে পুন:ট্রায়ালকৃত বোরো হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনার ভিত্তিতে চেক জাত ব্রি হাইব্রিড ধান৫ এর (হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৮.০৬ মে.টন) চেয়ে ৫% বেশী Standard Heterosis হওয়ায় নিম্নবর্ণিত ৫টি ধানের জাত সারাদেশে এবং ৫টি ধানের জাত অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদের নিমিত্ত বোরো মৌসুমে সাময়িকভাবে নিবন্ধন প্রদানের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। যথা :- (১) উইনঅল হাই-টেক সীড কো: বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত উইনঅল হাইব্রিড ধান১১ (Win-903) জাতটির উৎস বাংলাদেশ। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৯.৮৯ মে.টন, জীবনকাল ১৪০ দিন, চাল চিকন; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (২) আফতাব বহুমূখী ফার্মস লিমিটেড প্রস্তাবিত আফতাব হাইব্রিড ধান২ (RC-05) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৯.৫৭ মে.টন, জীবনকাল ১৩৬ দিন, স্পাইকলেটের অগ্রভাগ পার্পল বর্ণের; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৩) সুপ্রীম সীড কোম্পানী প্রস্তাবিত সুপ্রীম হাইব্রিডধান১৭ (Heera-17, TJ004) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.৩৪ মে.টন, জীবনকাল ১৪২ দিন, ফ্লাগলিফ খাড়া ও সবুজ, মোটা ধান; জাতটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৪) আফতাব বহুমূখী ফার্মস লিমিটেড প্রস্তাবিত আফতাব হাইব্রিড ধান১ (RC-01) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.১৩ মে.টন, জীবনকাল ১৩৭ দিন, লিফ সিথ পার্পল বর্ণের;	(১) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমের ৫টি হাইব্রিড ধানের জাত (১) উইনঅল হাইব্রিড ধান১১ (Win-903); (২) আফতাব হাইব্রিড ধান২ (RC-05); (৩) সুপ্রীম হাইব্রিডধান১৭ (Heera-17, TJ004); (৪) আফতাব হাইব্রিড ধান১ (RC-01); (৫) এসিআই হাইব্রিড ধান১৩ (FL 1849); সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো। (২) কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বোরো মৌসুমের ৫টি হাইব্রিড ধানের জাত অঞ্চলভিত্তিক- চট্টগ্রাম,

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৫) এসিআই লিমিটেড প্রস্তাবিত এসিআই হাইব্রিড ধান১৩ (FL 1849) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৯.৬৯ মে.টন, জীবনকাল ১৪১ দিন, চাল মাঝারি মোটা; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৬) এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেড প্রস্তাবিত এসিআই এগ্রোলিংক হাইব্রিড ধান১ (INDAM 300-005) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৯.৫৬ মে.টন, জীবনকাল ১৩৭ দিন, চাল মাঝারি মোটা; জাতটি চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৭) উইনঅল হাই-টেক সীড কো: বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত উইনঅল হাইব্রিড ধান১০ (Win-902) জাতটির উৎস বাংলাদেশ। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.১৪ মে.টন, জীবনকাল ১৪০ দিন, চাল চিকন; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৮) মাহিকো (প্রা:) বাংলাদেশ লিমিটেড প্রস্তাবিত মাহিকো হাইব্রিড ধান৭ (MRP-5401) জাতটির উৎস ভারত। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.২২ মে.টন, জীবনকাল ১৪১ দিন, চাল চিকন; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (৯) এসিআই লিমিটেড প্রস্তাবিত এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (ACI2019) জাতটির উৎস চীন। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.২২ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন, চাল চিকন; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। (১০) ব্র্যাক প্রস্তাবিত ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৯ (Shakti5) জাতটির উৎস বাংলাদেশ। জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ১০.৫০ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন, ডিগপাতা চওড়া; জাতটি চট্টগ্রাম, খুলনা, ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য মাঠমূল্যায়ন দল সুপারিশ করেছে। জাতটি বোরো মৌসুমে অঞ্চলভিত্তিক (চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর) চাষাবাদের নিমিত্ত সাময়িকভাবে নিবন্ধনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভায় বলেন যে, জাতগুলো পুনঃট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রত্যেকটি জাতের হেক্টর প্রতি ফলন ৯.৫ মে.টন এর অধিক হওয়ায় জাতগুলো নিবন্ধনের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে (৬) এসিআই এগ্রোলিংক হাইব্রিড ধান১ (INDAM 300-005); এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও রংপুর অঞ্চলে (৭) উইনঅল হাইব্রিড ধান১০ (Win-902); (৮) মাহিকো হাইব্রিড ধান৭ (MRP-5401); (৯) এসিআই হাইব্রিড ধান১২ (ACI2019); (১০) ব্র্যাক হাইব্রিড ধান১৯ (Shakti5); সারাদেশে চাষাবাদের জন্য সাময়িকভাবে নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৬: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১(এক)টি ইনব্রেড বোরো ধানের জাত (ব্রি ধান১০৭) ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
প্রস্তাবিত জাতটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক ২০১৫ সালে স্থানীয় পর্যায় থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং Pureline Selection এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত জাতটির ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৮.১৯ মে.টন, জীবনকাল ১৪৩ দিন। জাতটির সাথে ট্রায়ালকৃত চেক জাত ব্রি ধান৫০ এর গড়ফলন ৭.০ মে.টন, জীবনকাল ১৪৮ দিন পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা; প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন ধানের জাত; পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৩ সে.মি; ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৬.১ গ্রাম; চালের আকার আকৃতি অতি লম্বা, চিকন এবং রং হালকা বাদামী; চালের দৈর্ঘ্য ৭.৬ মি.মি., রান্না করার পর ১.৫ গুণ বড় হয়; চালে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ১০.০২ ভাগ, অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯.১ ভাগ এবং ভাত ঝরঝরে; মিলিং আউট টার্ন ৭০.৮%, হেড রাইস রিকভারি ৬০.১%; ব্রি ধান৫০ কিছুটা বাঁকা থাকার কারনে ভেঙ্গে যায় কিন্তু প্রস্তাবিত জাতটির ধান সোজা তাই মিলিং করার সময় ভেঙ্গে যায় না। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে Penultimate leaf: pubescence of blade, Flag leaf: attitude of blade, Time of heading (50% of plants with heads), Panicle: length, Time of maturity, Grain: wt. of 1000 fully developed grains (at 12% MC), Spikelet: Sterile lemma length, Polished grain: size of white core or chalkiness এবং Decorticated grain: aroma এই ৯টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান৫০ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত Premium Quality'র ইনব্রেড বোরো ধানের জাতটি রবি মৌসুমে ব্রি ধান১০৭ হিসেবে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত উচ্চ প্রেটিন সমৃদ্ধ ইনব্রেড ধানের জাত ব্রি ধান১০৭ বোরো মৌসুমে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৭: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১(এক)টি ইনব্রেড বোরো ধানের জাত (ব্রি ধান১০৮) ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক IR 80561 A (CMS line) এবং China inbred 321 (ছড়া প্রতি ২৭০-৩০০টি ধান) এর মধ্যে সংকরায়ণ এবং কৌলিক বাছাই (Pedigree Selection) পদ্ধতিতে BRH11-9-11-4-5B কৌলিক সারিটি উদ্ভাবিত হয়। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত বোরো ধানের জাতটি ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে (৩টি অনস্টেশন ও ৫টি অনফার্ম) চেক জাতের চেয়ে ১০% বেশি ফলন পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৮.৫২, জীবনকাল ১৪৬ দিন। জাতটির সাথে ট্রায়ালকৃত চেক জাত ব্রি ধান১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান) এর হেক্টর প্রতি গড়ফলন ৭.৬০ মে.টন এবং জীবনকাল ১৪২ দিন। প্রস্তাবিত জাতটির চালের আকৃতি চিকন এবং মাঝারি লম্বা যা জিরাশাইল জাতের অনুরূপ; ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৬.৩গ্রাম, যা ব্রি ধান১০০টি এর থেকে কম। ভাত ঝরঝরে, রং সাদা। চালে এ্যামাইলোজ শতকরা ২৪.৫ ভাগ। চালে প্রোটিন শতকরা ৮.৮ ভাগ। উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে Leaf color, Penultimate leaf: pubescence of blade, Time of heading (50% of plants with heads), Panicle: Length, Panicle: number of effective tillers in plant, Decorticated grain: shape, Grain length (Without dehulling) এবং Polished grain: size of white core or chalkiness এই ৮টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত ব্রি ধান১০০ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। রাজশাহী অঞ্চলের ৬০% এলাকায় জিরাশাইল ধানের চাষাবাদ করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি জিরাশাইলের মতো লম্বা নয়, কিছুটা	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইনব্রেড ধানের কৌলিক সারি BRH11-9-11-4-5B বোরো মৌসুমে ব্রি ধান১০৮ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
মোটা। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন জিরাশাইলের তুলনায় দ্বিগুন। প্রস্তাবিত জাতটি জিরাশাইলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে মর্মে কারিগরি কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত ইনব্রেড ধানের জাতটি বোরো মৌসুমে ব্রি ধান১০৮ হিসেবে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

আলোচ্য বিষয় ৮: বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত ০১ (এক)টি ইনব্রেড গমের জাত (বিডাব্লিউএমআরআই গম৫) ছাড়করণ।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত বিডাব্লিউএমআরআই গম৫ একটি আগাম এবং উচ্চ ফলনশীল জাত। দক্ষিণ এশিয়ার আবহাওয়া উপযোগী গমের ভালো জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা গবেষণা কেন্দ্র (CIMMYT) এর গবেষণা মাঠে NADI, COPIO এবং NADI-2 লাইনগুলোর মধ্যে সংকরায়ন করে অগ্রবর্তী লাইনটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে প্রস্তাবিত বোরো ধানের জাতটি ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। জাতটির হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪.২২ মে.টন, জীবনকাল ১০৭ দিন; জাতটির সাথে ট্রায়ালকৃত চেক জাত বারি গম৩১ এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩.৭৫ মে.টন, জীবনকাল ১০৭দিন। জাতটির শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২-৫২টি; দানার রং অ্যাম্বার, চকচকে ও আকারে মাঝারি; হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম; জাতটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী; তাপসহিষ্ণু, গমের ব্লাস্ট রোগ ও পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী; উল্লেখ্য, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতের পর পর দুই বছর Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। প্রস্তাবিত জাতটিতে Leaf spiral: Flag, Glaucosity: culm (neck), Lower glume: beak length, Lower glume: shoulder shape, Lower glume: internal hair group, Embryo shape, Grain colouration with phenol এই ৭টি বৈশিষ্ট্যে ডিইউএস (DUS) পরীক্ষায় ব্যবহৃত চেক জাত বারি গম৩১ হতে স্বাতন্ত্র্য পাওয়া গিয়েছে। জাতটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী, জীবনকাল বিডাব্লিউএমআরআই গম৩ এর তুলনায় ১০দিন কম এবং ফলন খুবই ভালো। বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতটি বিডাব্লিউএমআরআই গম৫ হিসেবে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত ইনব্রেড ধানের জাত বিডাব্লিউএমআরআই গম৫ সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্ত ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ৯: বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত পাটবীজ, কেনাফ ও মেস্তা এবং বোরো ও আমন ধানের লট অফার (Lot offer) ও নমুনা সংগ্রহ (Sample collection) কার্যক্রমের বিদ্যমান সময়সূচি পরিবর্তন।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
কারিগরি কমিটির ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ফসলের বীজের লট অফার ও নমুনা বীজ সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা সম্পাদনের পর বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি হতে প্রত্যয়ন ট্যাগ প্রদান করা হয়। বিদ্যমান সময়সূচি অনুযায়ী পাট বীজের ক্ষেত্রে লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের সময় ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১৫ জানুয়ারির পূর্বেই দেশি পাট বীজ সংগ্রহের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। চাহিদা মাফিক সময়ে পাটের বীজের সরবরাহ দিতে না পারায় কৃষক আমদানিকৃত পাট বীজে নির্ভরশীল হয়ে পরছে। পাট বীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও আমদানি নির্ভরতা পরিহারসহ বর্ণিত সমস্যা সমাধানকল্পে পাট বীজের লট অফার ও নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রমের সময়সূচি ১(এক) মাস তথা ১৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি এর পরিবর্তে ১৫ ডিসেম্বর থেকে ৩০ জানুয়ারি তারিখে এগিয়ে আনার বিষয়ে বিএডিসি থেকে প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া বোরো ও আমন ধান বীজের লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের বিদ্যমান সময়সীমার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়িত বীজ	কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত পাটবীজ, কেনাফ ও মেস্তা এবং বোরো ও আমন ধানের লট অফার (Lot offer) ও নমুনা সংগ্রহ (Sample collection) কার্যক্রমের পরিবর্তিত

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
বাজারে আনতে বিলম্ব হয়। ফলে বাজারে মানঘোষিত বীজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক নিম্নমানের মানঘোষিত বীজ কিনতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বোরো ও আমন ধানের লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের সময়সূচি যথাক্রমে ১৫দিন তথা ১ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ এপ্রিল তারিখে এগিয়ে আনার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়। নিম্নবর্ণিত ছক মোতাবেক বীজের লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রমের নতুন প্রস্তাবিত সময়সূচি উল্লেখ করা হলো। যথা:	সময়সূচি অনুমোদন করা হলো।

ক্র নং	বীজ ফসলের নাম	লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রমের বিদ্যমান সময়সূচি	লট অফার ও নমুনা সংগ্রহের কার্যক্রমের প্রস্তাবিত সময়সূচি
১.	পাট, কেনাফ ও মেস্তা	১৫ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারি
২.	নাবী পাট, কেনাফ ও মেস্তা	১৫ জানুয়ারি-২৮ ফেব্রুয়ারি	১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারি
৩.	বোরো ধান	১৫ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	৫ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর
৪.	আমন ধান	১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল

ছকে উল্লিখিত সময়সূচি অনুমোদনের জন্য কারিগরি কমিটি সুপারিশ করেছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় ১০: বিবিধ আলোচনা : নার্সারীর চারা কলমের প্রতারণা রোধ বিষয়ক।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
জাতীয় বীজ বোর্ডের কৃষক প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, মাঠ ফসলের বীজে প্রতারিত হলে কৃষকের তা বুঝতে ৬ মাস সময় লাগে। কিন্তু ফল বাগান করে প্রতারিত হলে তা বুঝতে ৫বছর সময় চলে যায়। এতে অনেক কৃষক অনেক বেশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। ইউটিউবে ফল গাছের বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই প্রতারিত হচ্ছে। তিনি সভায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান এবং আমাদের নার্সারী গাইডলাইন, ২০০৮ যথাযথভাবে অনুরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, আমাদের নার্সারী গাইডলাইন, ২০০৮ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে দায়িত্ব দেয়া আছে। এ বিষয়ে আলাদা ভাবে ১টি সভায় বিস্তারিত জানা যেতে পারে। সভাপতি বলেন যে, ৫ বছর ধরে যত্ন করে ফলবাগান করে শেষে ফলন না পেয়ে গাছ কেটে ফেলা খুবই দু:খজনক বিষয়। আমাদের সচেতন থাকতে হবে বীজের পাশাপাশি চারা/কলমে কৃষক যেন প্রতারিত না হন। সরকারি কর্মকর্তাগণ যখন কোনো বিজ্ঞাপনে অংশ নেয় তখন কৃষক সহজেই উৎসাহ পায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বীজসহ চারা কলমের চটকদার বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে চমক সৃষ্টি করা থেকে সরকারি কর্মকর্তাগণের বিরত থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(১) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোনো সরকারি কর্মচারী বীজ বা চারা/কলমের চটকদার বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। (২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ যাবত সারাদেশে জেলাওয়ারী নিবন্ধিত নার্সারীর একটি তালিকা জাতীয় বীজ বোর্ডে সরবরাহ করবে। (৩) নার্সারীর চারা/কলমের প্রতারণা রোধে করণীয় বিষয়ে দপ্তর সংস্থার সমন্বয়ে মহাপরিচালক, বীজ অনুবিভাগ সভা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে, সভাপতি সভায় মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওয়াহিদা আক্তার
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১১তম সভায় উপস্থিত বোর্ডের সদস্যদের স্বাক্ষরের তালিকা
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

সভার তারিখ : ০৯ জানুয়ারি ২০২৪; সময় : দুপুর ০২:০০টায়
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১	**জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি**	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	01716879227	[signature] 09/01/24
২	**জনাব মো: আবু জুবাইর হোসেন বাবলু**	মহাপরিচালক বীজ অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়		[signature]
৩	**জনাব রেহানা ইয়াছমিন**	যুগ্মসচিব গবেষণা অনুবিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়		
৪	**ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার**	নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল		
৫	**জনাব বাদল চন্দ্র বিশ্বাস**	মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	01718019605	[signature] 09/01/24
৬	**জনাব হায়াত মো: ফিরোজ**	যুগ্মসচিব (প্রবিধি-১) অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়		
৭	**জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান**	সদস্য পরিচালক বীজ ও উদ্যান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন	01711111164	[signature] 09.01.2024
৮	**ড. দেবাশীষ সরকার**	মহাপরিচালক বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	01712-298230 dspbarx42@gmail.com	[signature] 09.01.24
৯	**ড. মো: শাহজাহান কবীর**	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	01712280083	[signature] 9/1/2024

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১০	ড. মো. আবদুল আউয়াল	মহাপরিচালক বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	01713-516217 moawal70@gmail.com	৯/১/২৪
১১	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	মহাপরিচালক বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	01716-280720 dg@bina.gov.bd	৯/১/২৪
১২	ড. মো. ওমর আলী	মহাপরিচালক বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট	01712-549720 omaralibsri@gmail.com	9.1.24
১৩	ড. মো. সলিমুল্লাহ	মহাপরিচালক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	01738999993 dgnibbd@gmail.com	09/01/2024
১৪	জনাব মো: জালাল উদ্দীন পক্ষে ড. বেগম সামিয়া সুলতানা	মহাপরিচালক মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	bssultana@gmail.com 01711075105	BSultana
১৫	ড. গোলাম ফারুক	মহাপরিচালক বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	01725444555 faruqwre@gmail.com	09.01.24
১৬	ড. মো: ফখরে আলম ইবনে তাবিব	নির্বাহী পরিচালক তুলা উন্নয়ন বোর্ড	01711227054 ed@cdb.gov.bd	9.1.24
১৭	কৃষিবিদ আহমেদ শাফী	পরিচালক বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	01710945477 director@sca.gov.bd	৯/১/২৪
১৮	ড. মো: রেজাউল করিম	পরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং ডিএই		
১৯	ড. মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন	প্রধান কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাকৃবি		
২০	কৃষিবিদ মুহা: আজহারুল ইসলাম	বীজ বিশেষজ্ঞ ও সাবেক সদস্য পরিচালক, বিএডিসি	০১৭১২-৫৫৮২২১ asharul islambadc@gmail.com	৯/১/২০২৪
২১	কৃষিবিদ মো: মাসুম	কোম্পানি প্রতিনিধি ও চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী, উত্তরা, ঢাকা		
২২	জনাব মো: সানোয়ার হোসেন	কৃষক প্রতিনিধি-১ মহিশমারা, মধুপুর, টাঙ্গাইল	01718-068933 agrifarm16@gmail.com	

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
২৩	জনাব মো: বিল্লাল হোসেন	কৃষক প্রতিনিধি-২ দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর, বাঘারপাড়া পৌরসভা, যশোর		
২৪	কৃষিবিদ মো: শাহজাহান আলী	প্রতিনিধি বাংলাদেশ সোসাইটি অব সীড টেকনোলজি	01730013391 alliedmsali@yahoo.com	[signature] 7/11/2024
২৫		সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব সমিতি		
২৬		সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা		
২৭	~~ড. মো. [illegible]~~ ড. মো. মনিরুল ইসলাম	উপ-পরিচালক (বীজ ও অন্যান্য উদ্ভাবন) ডিএই	01712101035 mmi75@live.com	[signature]
২৮	ড. মো: আবদুর রাজ্জাক	~~[illegible]~~ নির্বাহী পরিচালক বা [illegible]	marazzaque1951@gmail.com	[signature]
২৯	ড. মোশাররফ হোসেন মোল্লা	পিএসও TCRC, BARI	mhmolla_bari@gmail.com	[signature]
৩০	ড. মো: আবদুস সালাম সদস্য-পরিচালক (শস্য)	বিএআরসি	01552398504 masalam550@yahoo.com	[signature]
৩১	সুধীর চন্দ্র নাথ	বিজনেস ডিরেক্টর, এ সি আই এগ্রি বিজনেস এ সি আই লিমিটেড	01708-467579	[signature] 09/01/2024
৩২	ড. নার্গিস আক্তার	পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই	01552413112 drnargisbjri@gmail.com	[signature] 09.01.2024
৩৩	জনাব মো: হেলাল উদ্দীন অতি: সচিব	MOA	০১৭১৬০২৯৯৬৩৯	[signature]
৩৪	আনোয়ার ফারুক বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন BSA. উপদেষ্টা,		01711564572	[signature]
৩৫	নাজিয়া শিরিন	যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	01713102535 nazia05097@gmail.com	[signature]

ক্রম	বোর্ডের সদস্যদের নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	মোবাইল ও ইমেইল	স্বাক্ষর
৩৬	ড. কে এম কামরুজ্জামান সেলিম	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কৃষি মন্ত্রণালয়	01721046784	[signature]
৩৭	F. R. Malik	GS - BSA	01750060333	[signature]
৩৮	ড. মাহবুবা বেগম	PSO, TCRC BARI	01628491319	[signature]
৩৯	ড. মো: জুলফিকার হায়দার প্রধান	CSO, BARI	01716-071764	[signature]
৪০	মো: আনোয়ার হোসেন	Farmer Madhupur	01718-068933	[signature]
৪১	[illegible]	উপপরিচালক (সীড [illegible]) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি	[illegible]	[signature]
৪২	ড. মো. [illegible]	CSO, BRRI	01732-442310	[signature]
৪৩	ড. এম এম মাসুদুজ্জামান	CSO. BRRI	01735598805	[signature]
৪৪	ড. মো: মনিরুল ইসলাম	CSO, BARI	01552327093	[signature]
৪৫	ড. খোন্দকার মো: ইফতেখারুদ্দৌলা	CSO এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি	01732761747	[signature]
৪৬	মানিক চন্দ্র কর্মকার	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ কৃষি মন্ত্রণালয়	01718 018710 mckarmoker@gmail.com	[signature]
৪৭	মো: ইমরান হোসেন অভীক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ কৃষি মন্ত্রণালয়	01891742655 ast1@moa.gov.bd	[signature]
৪৮				